সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৬৬
WEEKLY BOOKLET: 266

মদীনা শরীফের বরকত সমূহ

০৩ ইয়াছরিবকে তায়্যিবায় পরিবর্তনকারী
০৫ নূর যখন হুযুরের কাছে অনুমতি চাইল
মদীনা শরীফের মাটির বরকত ১১
হযরত আবু হুরাইরা'র পছন্দনীয় কথা ১৫

উপস্থাপনায়
আল-মাদীনাতুল ইলমিয়্যা
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

মদীনা শরীফের বরকত সমূহ

হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে কেউ **"মদীনা শরীফের বরকত সমূহ"** পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে তোমার প্রিয় সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের অনুসারী বানাও এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের পত্র কাজে এসে গেলো (ঘটনা)

কিয়ামতের দিন কোন বান্দার নেকীর পাল্লা হালকা হয়ে যাবে তখন গুনাহগারদের সুপারিশকারী নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি পত্র নিজের পক্ষ থেকে বের করে নেকীর পাল্লায় রেখে দিবেন, তখন এর দ্বারা নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। সে আরজ করবে: আমার মা-বাবা আপনার উপর কুরবান! আপনি কে? নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলবেন: আমি তোমার নবী মুহাম্মদ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আর এগুলো তোমার ঐ দরূদ, যা তুমি আমি উপর প্রেরণ করেছ। (মাওসুআতু ইবনে আবিদ দুনিয়া, ১/৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আশিকে আকবরের খেদমতে জ্বরের হাজিরি

বুখারী শরীফ, হাদীস নাম্বার ৩৯২৬ তে রয়েছে: সকল মুসলমানদের প্রিয় আম্মাজান, হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا বলেন: যখন নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হিজরত (Migrate) করে

www.dawateislami.net

মদীনায়ে পাকে তাশরীফ নিয়ে আসেন তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক ও (মুয়াজ্জিনে রাসূল) হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর জ্বর হয়ে গেলো। আমি তাঁদের উভয়ের নিকট আসলাম এবং আমি আমার সম্মানিত পিতাকে আরজ করলাম: "আব্বাজান! আপনি কেমন অনূভব করছেন?" তিনি এই পংক্তিটি পড়লেন:

كُلُّ امۡرِئٍ مُصَبَّحٌ فِیۡ اَهۡلِهٖ وَالۡمَوۡتُ اَدۡنٰی مِنۡ شِرَاكِ نَعۡلِهٖ

অনুবাদ: প্রতিটি ব্যক্তি নিজের পরিবারের সদস্যদের মাঝে সকাল করে অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চেয়েও অধিক নিকটে।

হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এভাবে বলতেন:

অনুবাদ: (১) হায়! যদি আমি কখনো একটি রাত (মক্কার) উপত্যকায় অতিবাহিত করতাম আর আমার আশে-পাশে ইযখির ও জলিল নামের ঘাস থাকতো। (২) হায়! অতঃপর একদিন যদি (মক্কা শরীফে) মাজান্না নামক স্থানের ঝর্ণায় যেতে পারতাম এবং শাম্মা এবং তফিল নামক পাহাড়দ্বয় দেখা নসীব হতো।

হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: যখন আমি নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট এব্যাপারে আরজ করলাম তখন তিনি এইভাবে দোয়া করলেন:

"اَللّٰهُمَّ حَبِّبۡ اِلَیۡنَا الۡمَدِیۡنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ اَوۡ اَشَدَّ. وَصَحِّحۡهَا وَبَارِكۡ لَنَا فِیۡ صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَانۡقُلۡ حُمَّاهَا فَاجۡعَلۡهَا بِالۡجُحۡفَةِ"

অর্থাৎ হে আল্লাহ পাক! তুমি মদীনাকে আমাদের জন্য মক্কার ন্যায় প্রিয় বানিয়ে দাও বরং তার চেয়েও বেশি ও আমাদের জন্য মদীনাকে স্বাস্থ্যকর বানিয়ে দাও। আমাদের জন্য এখানে সা ও মুদ

www.dawateislami.net

(অর্থাৎ পরিমাপের যন্ত্রের) মধ্যেও বরকত দান করো আর জ্বরকে এখান থেকে জুহফা (একটি স্থানের নাম) এর দিকে স্থানান্তর করে দাও।" (বুখারী, ২/৬০১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৯২৬)

মদীনা ইস লিয়ে আত্তার জান ও দিল ছে হে পিয়ারা
কে রেহতে হে মেরে আক্বা মেরে সরওয়ার মদীনে মে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইয়াছরিবকে তায়্যিবা বানিয়ে দিল

মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনের পূর্বে, মদীনায়ে মুনাওয়ারা মহামারী ও রোগ-ব্যাধির মহল ছিল, নবী করীম (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পবিত্র কদম ঐখান থেকে রোগ-ব্যাধিসমূহ দূর করে ঐখানকার মাটিকেও শিফা বানিয়ে দিলেন, (প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন: আমার মদীনার মাটি অসুস্থ ব্যক্তিকে আরোগ্য দান করে থাকে।

(ওয়াফাউল ওয়াফা, ১/৬৯ পৃষ্ঠা, মিরাতুল মানাজিহ, ২/১৭৮ পৃষ্ঠা)

আ'লা হযরতের ভাই, হযরত হাসান রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন:

না হো আরাম জিস বিমার কো সারে যমানে ছে
উঠা লে জায়ে তুড়ি খাক উন কে আসতানে ছে

মদীনা শরীফকে এখন আর ইয়াছরিব বলা যাবে না

আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: মদীনায়ে তায়্যিবাকে ইয়াছরিব বলা নাজায়িয ও নিষেধ এবং গুনাহ আর যে বলবে সে গুনাহগার।

www.dawateislami.net

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে মদীনা শরীফকে ইয়াছরিব বলে তার উপর তাওবা ওয়াজিব। মদীনা হলো তায়্যিবা।

(মুসনদে ইমামে আহমদ, ৬/৪০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৫৪৪। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১/১১৬ পৃষ্ঠা)

আল্লামা মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে মদীনায়ে তায়্যিবার ইয়াছরিব নাম রাখা হারাম কেননা ইয়াছরিব বলার কারণে ইসতিগফারের (ক্ষমা চাওয়ার) নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর ক্ষমা গুনাহের কারণেই করা হয়ে থাকে।

(আত তাইসির শরহে জামেউস সগীর, ২/৪২৪ পৃষ্ঠা)

ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর তারিখে উল্লেখ করেন, যে মদীনা শরীফকে একবার "ইয়াছরিব" বলবে সে কাফফারা স্বরূপ দশবার "মদীনা" বলবে। (তারিখে আকবর, ৬/৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮২৮২) খলিফায়ে আ'লা হযরত মাওলানা জমিলুর রহমান রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর নাতের কিতাব "ক্বাবালায়ে বখশিশ" এ খুবই চমৎকার ভাবে মদীনার যিকির করেন:

ইয়া রব মেরে দিল মে হে তামান্নায়ে মদীনা,
ইন আঁখো ছে দিখলা মুঝে সেহরায়ে মদীনা।
কিঁউ তায়্যিবা কো ইয়াছরিব কহো মামনু' হে কতআন,
মওজুদ হে জব সেঁকড়ো আসমায়ে মদীনা।
ইয়াদ আতা হে জব রওযায়ে পুরনূর কা গুম্বদ,
দিল ছে ইয়ে নিকলতী হে সদা হায়ে মদীনা।
এ্যাইসা মেরি নযরো মে সামা সাজায়ে মদীনা,
জব আঁখ উঠাও তো নযর আয়ে মদীনা।
বুলওয়া কে মদীনে মে জমিলে রযবী কো,
সগ আপনা বানালো ইসে মাওলায়ে মদীনা।

(ক্বাবালায়ে বখশিশ, ২৩৩-২৩৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

জ্বর অনুমতি চাইল

হযরত বিবি উম্মে ত্বারিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সা'দ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নিকট তাশরিফ নিলেন এবং ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন, (সালাম দিলেন) হযরত সা'দ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ চুপ রইলেন, দ্বিতীয়বার এরকম হলো অতঃপর হযরত সা'দ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ চুপ রইলেন, যখন তৃতীয়বারও হযরত সা'দ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ চুপ রইলে তখন নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পূনরায় তাশরিফ নিয়ে আসতে লাগলেন তখন হযরত সা'দ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আমাকে পাঠালেন এবং বললেন: "আমাকে (নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর) উত্তর দিতে কোন জিনিসে বাধা দেয়নি বরং আমি এটা চেয়েছিলাম যে নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার উপর আরো সালাম ইরশাদ করুক (অর্থাৎ অধিক নিরাপত্তার দোয়া দ্বারা ধন্য করুক। (এটা ঘরে প্রবেশ করার সালাম ছিল এটার উত্তর দেয়া ওয়াজিব নয়) অতঃপর হযরত বিবি উম্মে ত্বারিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বললেন: এরই মধ্যে আমি দরজায় আওয়াজ শুনলাম যে কেউ ভিতরে আসার অনুমতি চাচ্ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না, আল্লাহ পাকের দানক্রমে অদৃশ্যের সংবাদদাতা হুযুর পূরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি কে? সে আরজ করল: আমি উম্মে মিলদাম (এটা জ্বরের উপনাম)। নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমার জন্য কোন মোবারবাদ নেই, তুমি কুবা বাসীদের দিকে চলে যাও। সে আরজ করল: জ্বি ঠিক আছে অতঃপর সে ঐদিকে চলে গেলো। (দালায়িলুন নবুওয়া লিল বায়হাকী, ৬/১৫৮ পৃষ্ঠা) এক বর্ণনায় রয়েছে যখন নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাকে

www.dawateislami.net

জিজ্ঞাসা করলো তুমি কে? তখন সে বলল: আমি জ্বর, মাংস খায় এবং রক্ত পান করি। (ফয়যুল কাদীর, ২/২৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৬১৭)

(এই জ্বর কুবা বাসীদের উপর ছয় দিন ও ছয় রাত ছিল) ঐসব ব্যক্তিরা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে জ্বরের ব্যাপারে আরজ করল আর তাদের অবস্থা এটা ছিল যে, তাদের চেহরা হলুদ হয়ে গিয়েছিল, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যদি তোমরা চাও তাহলে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করবো যাতে তিনি তোমাদের কাছ থেকে একে দূর করে দেন আর যদি তোমরা চাও তাহলে একে থাকতে দাও তো এটি তোমাদের অবশিষ্ট গুনাহ মোচে দিবে? তারা আরজ করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! একে থাকতে দিন।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৪/১৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮১)

গোলামদের সেবা

পেরেশান গ্রস্তদের পেরেশান দূরকারী প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (কুবা বাসীদের আরজ করার কারণে) এক একবার করে তাদের ঘরে প্রবেশ করতেন এবং তাদের জন্য সহজতার দোয়া করতেন, যখন তিনি পূনরায় তাশরিফ নিচ্ছিলেন তখন তাদের মধ্য হতে একজন মহিলা তাঁর পিছনে আসল এবং আরজ করলো: আপনাকে ঐ খোদার শপথ যিনি আপনাকে সত্য নবী বানিয়ে প্রেরণ করেছেন! আমিও আনসারদের একজন আপনি আমার জন্যও ঐ দোয়া করুন, যেমনিভাবে আনসার (সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) দের জন্য দোয়া করেছেন, নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

ইরশাদ করলেন: যদি চাও তাহলে আমি তোমার জন্য দোয়া করবো যাতে আল্লাহ পাক তোমাকে আরোগ্য দান করেন আর যদি চাও তাহলে ধৈর্যধারণ করো তাহলে তোমাদের জন্য জান্নাত রয়েছে, তখন সে আরজ করল: আমি ধৈর্যধারণ করছি আর আমি জান্নাতের উপর কোন জিনিসকে প্রাধান্য দিই না। (আল আদাবুল মুফরাদ, ১৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫০২) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইজাবাত কা সেহরা ইনায়াত কা জোড়া,
দোলহান বন কে নিকলী দোয়ায়ে মুহাম্মদ।
ইজাবত নে ঝুঁক কর গলে ছে লাগায়া,
বড়ী নায ছে জব দোয়ায়ে মুহাম্মদ।

(হাদায়িকে বখশিশ, ৬৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জ্বর দূর করে দিলেন

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাক আমাদের গাউছে আযম হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে অসংখ্য উৎকর্ষতা দ্বারা ধন্য করেছেন, যেমন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খিদমতে আবুল মাআলী আহমদ মুজাফফর বিন ইউসুফ বাগদাদী হাম্বলী আসলেন এবং বলতে লাগলেন আমার ছেলে "মুহাম্মদ" এর পনের দিন ধরে জ্বর হয়েছে। গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: তার কানে কানে গিয়ে বলে দাও "হে উম্মে মিলদাম (এটি জ্বরের উপনাম)!

www.dawateislami.net

তোমাকে আব্দুল কাদের (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) বলেছেন: আমার ছেলের ভিতর থেকে বের হয়ে যেতে।" তিনি বললেন যেভাবে আমাকে শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নির্দেশ দিয়েছিলেন, আমি ঐভাবেই বলেছি তখন ঐদিনের পর থেকে কখনো জ্বর আসেনি। গাউছে আযমের দরবারে বসবাসকারীরা তার কাছ থেকে দুই বছর পর জ্বরের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল ঐদিন থেকে কখনো আর জ্বর আসেনি। (বাহজাতুল আসরার, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ কা হে ছায়া তুঝ পর,
বুলা বালা হে তেরা যিকির হে উঁচা তেরা।

(হাদায়িকে বখশিশ, ২৮ পৃষ্ঠা)

জ্বর ও মহামারী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অদৃশ্যের সংবাদদাতা হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام আমার নিকট জ্বর ও মহামারী নিয়ে আসল, আমি জ্বরকে মদীনাতে রেখে দিলাম আর মহামারীকে সিরিয়ার দিকে পাঠিয়ে দিলাম। সুতরাং মহামারী আমার উম্মতের জন্য শাহাদাত ও কাফিরের উপর আযাব।

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৭/৩৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২০৭৯৩)

দুই বর্ণনার মধ্যে দ্বন্দ্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মসজিদে কুবা শরীফ বর্তমানে মদীনায়ে পাকের অন্তর্ভূক্ত কিন্তু পূর্বে মসজিদে কুবা মদীনায়ে পাকের অন্তর্ভূক্ত ছিল না, উপরে বর্ণনাকৃত হাদীসে পাক এবং এই রেওয়ায়েতের মধ্যে দ্বন্দ্ব বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আল্লামা জালাল

www.dawateislami.net

উদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: (এক বর্ণনায় জ্বরকে মদীনা থেকে কুবার দিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং অন্য রেওয়ায়েতে জ্বরকে মদীনাতে রেখে দিয়েছেন) এখানে হাদীসে পাকে দ্বন্দ্ব সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা জরুরী কেননা বাহ্যিকভাবে এই হাদীস পূর্বে বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকের বিপরীত, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার নিকট এখানে দুইটি বিষয় প্রকাশ পেয়েছে: (১) সর্বপ্রথম যখন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদীনায়ে পাকে তাশরীফ নিলেন এবং নিজের মোবারক দোয়া দ্বারা জ্বরকে "জুহফা" এবং "খাম্মা" নামক জায়গার দিকে স্থানান্তর করে দিলেন তখন এটার উত্তর হলো যখন জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام এই দুইটি রোগকে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে পেশ করলেন তখন জরুরী ছিল যে, কেউ একজন যেন মদীনায়ে পাকে থেকে যায়, তাই হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জ্বরকে বেছে নিয়েছেন এবং মহামারীকে সিরিয়ার দিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন কেননা জ্বরের ক্ষতি মহামারীর তুলনায় কম এই জন্য জ্বর মদীনায়ে পাকে হাজির হলো আর নিঃসন্দেহে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইন্তিকালের পূর্বে জ্বর হাজিরি দিয়েছিল এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর মিথ্যা অপবাদের ঘটনার সময় জ্বর এসেছিল আর সাহাবয়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان দের নিকটও জ্বর হাজিরি দিয়েছিল কিন্তু মহামারী কোন সময় (মদীনাতে) আসেনি এই বিষয়টি আমার দৃষ্টিতে অধিক শক্তিশালী। (২) আর দ্বিতীয় কারণ আমার দৃষ্টিতে এটা যে, আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেই জ্বরকে মদীনা থেকে দূর করে দিয়েছিলেন সেটা একটি বিশেষ প্রকারের জ্বর ছিল যেটা অনেক কঠিন ধ্বংসকারী ছিল সেটাকে

www.dawateislami.net

জুহফার দিকে স্থানান্তর করে দিলেন এটা নয় যে জ্বরকে সম্পূর্ণ রূপে দূর করে দিয়েছিলেন। (কাশফুল গমী ফি ফদলুল হামী, ৫-৬ পৃষ্ঠা)

জুহফা কোথায়

হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: জুহফা মক্কা ও মদীনার মাঝখানে সিরিয়ার দিকে অবস্থিত জুহফার অর্থ হলো বন্যা, একবার খুবই বিপদজনক বন্যা হয়েছিল এ জন্য এটার নাম জুহফা হয়েছে, আসল নাম "মাহিআ" এটাকে "মাহিআ" এক ব্যক্তি আবাদ করেছিল। (মিরকাতুল মাফাতীহ, ৫/৩৯০ পৃষ্ঠা, হাদীসের পাদটীকা, ২৫১৬)

কালো রঙের মহিলা

সাহাবী ইবনে সাহাবী, জান্নাতী ইবনে জান্নাতী হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদীনায়ে পাকের ব্যাপারে স্বপ্ন দেখলেন এবং বললেন আমি এক কালো, এলোমেলো চুল বিশিষ্ট মহিলাকে দেখেছি যে মদীনা থেকে বের হয়েছে এই পর্যন্ত যে মাহিআতে গিয়ে থেমে গেলো, আমি এই (স্বপ্নের পাদটীকা) এটা করলাম যে মদীনা মনোওয়ারার মহামারী মাহিআর দিকে চলে গিয়েছে, মাহিআ জুহফার নাম।

(বুখারী, ৪/৪২২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭০৩৯)

এক বর্ণনায় রয়েছে এক ব্যক্তি মক্কা থেকে মদীনা আসলো তখন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে বললেন: তুমি কি রাস্তায় কাউকে দেখেছ? সে আরজ করল: একজন কালো রঙের মহিলাকে (দেখেছি), ইরশাদ করলেন: সে জ্বর ছিল এবং সে আজকের পর থেকে কখনো (মদীনাতে) ফিরে আসবে না।

(শরহুয যুরকানী আলী মুয়াত্তা, ৪/৩০৯ পৃষ্ঠা, হাদীসের পাদটীকা, ১৭১৪)

www.dawateislami.net

বরকত সম্পন্ন জ্বর

ইমাম সামহুদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এখনো যে জ্বর মদীনায়ে পাকে রয়েছে এটা অসুস্থতার জ্বর নয় বরং এটা আমাদের প্রতিপালকের রহমত আর আমাদের প্রিয় নবী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোয়ার কারণে গুনাহ সমূহকে মোচনকারী।

(ফয়যুল কাদীর, ৪/১৪ পৃষ্ঠা, হাদীসের পাদটীকা, ৪৩৮৮)

হে আশিকানে রাসূল! নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন মদীনায়ে পাকে তাশরীফ আনেন তখন আমাদের প্রিয় আম্মাজান হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا ও কিছু সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان গণের জ্বর হলো, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক দোয়ার এই প্রভাব হলো যে, বর্তমান আরব শরীফে বরং এভাবে বলা যায় সারা দুনিয়ার মধ্যে আবহাওয়া ও সবদিক দিয়ে মদীনা মনোওয়ারা "সর্বোত্তম জায়গা"। বরং এখানকার মাটির মধ্যেও শিফা ও বরকত রয়েছে।

মদীনা শরীফের মাটির বরকত

জযবুল কুলুব কিতাবে রয়েছে: আল্লাহ পাক মদীনায়ে পাকের মাটি ও ফলের মধ্যে শিফা রেখেছেন আর অনেক হাদীসে মোবারকার মধ্যে এসেছে, মদীনার শরীফের মাটির মধ্যে প্রত্যেক রোগের শিফা (আরোগ্য) রয়েছে এবং কিছু কিছু হাদীসে মোবারকার মধ্যে "مِنَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ" অর্থাৎ কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগের শিফার আলোচনা রয়েছে আর কিছু "বর্ণনায়" মদীনা শরীফের

www.dawateislami.net

একটি বিশেষ স্থান "সুয়াইব" (সাধারণত লোকেরা এই স্থানকে "খাকে শিফা" বলে থাকে) এর বর্ণনা রয়েছে কিছু কিছু রেওয়ায়েতের মধ্যে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিছু সাহাবীদের হুকুম দিয়েছেন যে, তারা যেন এই মাটি দ্বারা জ্বরের চিকিৎসা করে। বুযূর্গদের কাছ থেকে এই বিশেষ স্থান "সুয়াইব" এর মাটি মোবারক থেকে চিকিৎসার বর্ণনাও পাওয়া যায়। (জযবুল কুলুব, ২৭ পৃষ্ঠা) ইমাম ইবনে বাত্তাল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে মদীনায়ে পাকে থাকে সে এটার মাটি এবং বাগানে এমন সুগন্ধ পাবে যেটা সেখানে ব্যতীত আর কোথাও পাওয়া যায় না।

(শরহুয যুরকানী আলী মুয়াত্তা, ৪/৩০৪ পৃষ্ঠা, হাদীসের পাদটীকা, ১৭১৪)

কুড়িউ কুড়িউ কে লিয়ে কুঢ় দূর,
আচ্ছা চাঙ্গা ওহ খাচা ভালা কর চলে।

সারা বছরের জ্বর একদিনে চলে যেতে লাগলো

হযরত শায়খ মাজদুদ্দীন ফিরোজ আবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার গোলাম বছর ধরে জ্বরে ভুগছিল, আমি (মকামে সুয়াইবে (অর্থাৎ "খাকে শিফা" দ্বারা) মদীনার মাটি নিয়েছে এবং পানির মধ্যে (সামান্য) মিশিয়ে পান করালাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰه ঐদিনই সুস্থ হয়ে গেলো। (জযবুল কুলুব, ২৭ পৃষ্ঠা) (আফসোস! ঐ পবিত্র জায়গাটি এখন মোচে দিয়েছে, অনেক সময় প্রেমিকগণ খনন করে "খাকে শিফা" সংগ্রহ করে নেয়, কিন্তু প্রশাসন সেটা ধুনা ইত্যাদি দ্বারা ঢালায় করে পুনরায় বন্ধ করে দেয়।)

www.dawateislami.net

এ্যায় খাকে মদীনা! তেরা কেহনা কিয়া হে,
তুঝে কুরবে শাহে মদীনা মিলা হে।
শরফে মুস্তফা কে কদম চুমনে কা,
তুঝে বারহা খাকে তায়্যিবা মিলা হে।
মুয়াত্তর হে কিতনী তু খাকে মদীনা,
কে খুশবো ছে যররা যররা বাসা হে।
লাগাও তুম আঁখো মে খাকে মদীনা,
কুয়ি ইস ছে বেহতর ভী সুরমা ভালা হে!
মরিযো! উঠা কর কে খাকে মদীনা,
কু লে জাও! ইস মে ইয়েকিনান শিফা হে।
মদীনে কি মিট্টি যরা সি উঠা কর,
পিউ ঘোল কর হার মরয কি দাওয়া হে।
হামে মউত খাকে মদীনা পর আয়ে,
ইলাহী! ইয়ে তুঝ ছে হামারী দোয়া হে।
মেরি না'আশ পর আপ খাকে মদীনা,
ছিড়কনা মেরে সাথীউ! ইলতিযা হে।
পসে মরগে মাওলা তু মিট্টি হামারী,
মিলা খাকে তায়্যিবা মে ইয়ে ইলতিযা হে।
বদন পর হে আত্তার কে খাকে তায়্যিবা,
পরে হট জাহান্নাম তেরা কাম কিয়া হে।

(ওসায়িলে বখশিশ, ৪৬৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতে মদীনা শরীফ বরকত সম্পন্ন হয়েছে, এখানকার ক্ষতিকারক জ্বর দূরীভূত হয়েছে এবং এই শহর "নিরাপত্তা সম্পন্ন শহর" হয়েছে, অবশ্যই সাধারণ জ্বর ও রোগ

www.dawateislami.net

সমূহকে মদীনা শরীফে থাকতে দেয়া হয়েছে কেননা এগুলো আল্লাহ পাকের রহমতে গুনাহ মোচন করে এবং পদমর্যাদা বৃদ্ধি করে। এ কারণেই কিছু কিছু সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان জ্বরের ফযীলত শুনে আকাঙ্ক্ষা করেছেন যেন তাদেরও এই ফযীলত অর্জিত হয়।

জ্বরের জন্য দোয়া করলেন

হযরত উবাই বিন কা'ব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: আমি প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরজ করলাম "জ্বরের প্রতিদান ও সাওয়াব কি?" ইরশাদ করলেন: যতক্ষণ পর্যন্ত জ্বরের মধ্যে নিমজ্জিত ব্যক্তির পা কাঁপতে থাকে এবং সে ঘামে ভিজতে থাকে তার নেকী অর্জিত হতে থাকে। এটা শুনে আমি আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলাম: হে পরওয়ারদিগার! আমি তোমার নিকট এমন জ্বরের প্রার্থনা করছি যেটা আমাকে তোমার রাস্তায় জিহাদ, তোমার ঘরে হজ্ব করার এবং জামাআতের জন্য মসজিদে নববীতে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করবে না।" বর্ণনাকারী বলেন: "তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর এই দোয়া এমনভাবে কবুল হয়েছে যে, এরপর থেকে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর সব সময় জ্বরই লেগে লাগতো।"

(মু'জামে কবীর, ১/২০০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৪০)

সর্বদা জ্বরে আক্রান্ত থাকার দোয়া

যখন নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটা ইরশাদ করলেন: "জ্বর হলো গুনাহের জন্য কাফফারা স্বরূপ।" তখন হযরত যায়িদ বিন সাবিত رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ সর্বদা জ্বরে আক্রান্ত থাকার দোয়া করলেন। সুতরাং ইন্তিকাল করা পর্যন্ত তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর উপর জ্বরের অবস্থা

www.dawateislami.net

অব্যাহত রইলো। (কু'তুল কুলুব, ২/৪৯ পৃষ্ঠা) কিছু আনসার সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও একই দোয়া করলেন তখন তাঁদের উপরও (ইন্তিকাল করা পর্যন্ত) জ্বরের অবস্থা অব্যাহত রইলো। (কুতুল কুলুব, ২/৪৯ পৃষ্ঠা) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের সবার উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

জ্বর ও মাথা ব্যথার সাওয়াব

প্রিয় নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: কোন এক ব্যক্তির মাথা ব্যথা ও জ্বর হতো এবং তার গুনাহ উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ, অতপর যখন এই (জ্বর) তার থেকে আলাদা হয় তখন তার গুনাহসমূহ থেকে এক বিন্দুও অবশিষ্ট থাকে না।

(শুয়াবুল ঈমান, ৭/১৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯৯০৩)

হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অন্যান্য রোগ-ব্যাধি এক বা দুইটি অঙ্গে হয়ে থাকে কিন্তু জ্বর মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রতিটি রগের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে, সুতরাং এটি পুরো শরীরের অপরাধ ও গুনাহসমূহকে ক্ষমা করিয়ে নিবে।

(মিরাতুল মানাজিহ, ২/৪১৩)

এক বর্ণনায় রয়েছে: মু'মিন বান্দা রোগে আক্রান্ত থাকে এক পর্যায়ে এই রোগ তাকে গুনাহ সমূহ থেকে পবিত্র করে দেয়।

(শুয়াবুল ঈমান, ৭/১৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯৮৬৩)

পছন্দনীয় মাথা ব্যথা

হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমার মাথা ব্যথার চেয়ে অধিক কোন রোগ পছন্দনীয় নয় কেননা এটা মানুষের প্রতিটি

www.dawateislami.net

জোড়ায় প্রবেশ করে এবং নিশ্চয় আল্লাহ পাক এটার প্রতিদান শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে তার ব্যথার সমপরিমাণ দান করেন।

(মুসান্নিফ ইবনে আবি শায়বা, ৭/৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০৯২২)

দশদিন জ্বরের মধ্যে থাকা ব্যক্তির মর্যাদা

অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে: যার তিন রাত জ্বর রইলো সে গুনাহসমূহ থেকে এমনভাবে বের হয়ে গেলো যেদিন সে আপন মায়ের পেট থেকে বের হয়েছিল আর যার দশদিন জ্বর রইলো তখন আসমান থেকে ঘোষণা করা হয় নিশ্চয় তোমার পূর্বের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে নিজের আমল শুরু করো।

(কানযুল উমাল, অংশ: ৩, ২/১৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৭৬৬)

গাউছে পাকের মুরিদ হতে দেরী না করা

কিছু বছর পূর্বের ঘটনা এক যুবক আশিকানে রাসূলের দ্বীন সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো, কিছুদিন পর তার বিবাহ হয়েছিল তার জ্বর হয়ে গেলো, অতএব কোন রকম বিবাহ হয়ে গেলো। ওয়ালিমার সময়ও ঐ বেচারা অসুস্থই ছিল। বিয়ের পাঁচ বা সাত দিন পর আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিতে তার ইন্তিকাল হয়ে গেলো। ঐ সময় মাদানী চ্যানেল ছিল না, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর অডিও ক্যাসেট মাকতাবাতুল মদীনাতে হাদিয়ার বিনিময়ে পাওয়া যেতো। ঐ যুবক আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বয়ান সমূহ অধিকহারে শুনতো আর শেষ সময় পর্যন্তও আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বয়ান চালাত, আমীরে আহলে সুন্নাত তার পরিবারের লোকদের

www.dawateislami.net

সমবেদনা জানানোর জন্য তাশরিফ নিয়ে গেলেন তখন পরিবারের লোকেরা বলল যে, সে আপনার বয়ান বার বার শুনতো এবং আপনার মাধ্যমে হুযুরে গাউছে পাক শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মুরিদ হওয়ার জন্য ডাকতে রইলো অতঃপর কালিমা ও ইসতিগফার এবং তাওবা করে সে জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। (অডিও বয়ানঃ চার মাদানী ফুল) আল্লাহ পাক মরহুমকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করুক।

হে আশিকানে রাসূল! হুযুরে গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর মুরিদ হওয়ার মধ্যে ক্ষতির কোন আশঙ্কাই নেই, উপকার আর উপকার কেননা আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে সম্পর্ক দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করে। হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সিলসিলার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার বরকতের ব্যাপারে জানার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর পুস্তিকা "মুন্নার লাশ" পাঠ করুন। অবশ্যই আপনার উৎসাহ ও অনুপ্রেরনার জন্য গাউছে পাকের এক মুরিদের এমন মাদানী বাহার উপস্থাপন করছি যেটা পাঠ করে আপনি আন্দোলিত হবেন। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ

গাউছ ও রযার দিওয়ানার মাদানী বাহার

লান্ডি (মুর্শিদের শহর, মুর্শিদের দেশ) এর এলাকায় গাউছে পাকের এক দিওয়ানা থাকতো যার নাম ছিল "গোলাম নবী কাদেরী", সে মসলকে আ'লা হযরত এবং গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সম্পর্কের উপর খুবই দৃঢ় ছিল। একবার লান্ধিতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর সুন্নাতে ভরা বয়ানের মাধ্যমে

www.dawateislami.net

ইজতিমা অনুষ্ঠিত হলো। গোলাম নবী কাদেরী জ্বর অবস্থায় গাড়িতে যেতে যেতে নেকীর দা'ওয়াতের সাড়া জাগাচ্ছিল। যখন বয়ানের সময় এলো তখন সে চাদর বিছিয়ে বসে গেলো। দুইদিন পর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট খবর আসল যে, ঐ দিওয়ানার ইন্তিকাল হয়ে গেলো। তিনি অর্ধরাতে তার ঘরে তাশরিফ নিলেন, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: আমি অনেক মৃতকে দেখেছি কিন্তু এরকম উজ্জল ও আলোকিত চেহারা কাউকে দেখিনি, ফুলের ন্যায় প্রস্ফুটিত নুরানী চেহারা যেন এখনই শুয়েছে। অনেক আশিকানে রাসূলের বর্ণনা, মনেই হচ্ছে না যে, এটা কোন মৃত বরং এমন আরামে শুয়ে রয়েছে যেন ঘুমিয়ে আছে। তার মৃত দেহের চারপাশে ইসলামী ভাইয়েরা নাতে রাসূল পাঠ করছিল। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: এমন লাগছে যেন সে সফল গিয়েছে। আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

তুমহে লুতফ আ জায়েগা জিন্দেগি কা,
করীব আ কে দেখো যারা মাদানী মাহোল।
সানোর জায়েগি আখিরাত اِنْ شَآءَالله,
তুম আপনায়ে রাখো সদা মাদানী মাহোল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আখেরী নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

আমাকে এমন একটি শহরের নিকট (হিজরত করার) হুকুম দেয়া হয়েছে, যেটা সকল শহরকে গ্রাস করে ফেলবে (অর্থাৎ সবার উপর প্রাধান্য লাভ করবে), লোকেরা এটাকে "ইয়াছরিব" বলে থাকে আর সেটি হলো মদীনা, (এই শহর) লোকদেরকে এমনভাবে পবিত্র ও পরিষ্কার করে দিবে যেমনিভাবে ভাট্টি লোহার ময়লাকে দূর করে।

(বুখারী, ১/৬১৭, হাদীসঃ ১৮৭১)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net